বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৩৫৬ তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড উহার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসকি হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখের নং-এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৬৪ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
পৃষ্ঠা-০২

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/ ৬৬৫ তারিখঃ ৯০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল খালেক পাঠান এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, চেয়ারম্যান, কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৬৩৭ তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড উহার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসকি হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৬৪ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৬৬৭ তারিখঃ ৯০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাবা খালেদা পারভিন এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

০১/১০/১৮
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাবা খালেদা পারভিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৬৩৮ তারিখঃ ৯৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড উহার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসকি হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৬৪ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৩৬৮ তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ

কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড এর পরিচালক জনাব মাসুম পাঠান এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব মাসুম পাঠান, পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৮৬৯ তারিখঃ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড উহার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসকি হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৬৪ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২১২/২০১৫/৮৩৯ তারিখঃ ৯০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

কেয়া কসমেটিকস্ লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা তানসিন কেয়া এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাবা তানসিন কেয়া, পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড।